ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮৮৭

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর,২০২৫

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত : বিভিন্ন দপ্তরে ৪০০-র অধিক বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হবে

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৪০০-র অধিক বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হবে। গতকাল রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানাতে গিয়ে একথা বলেন।

পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, সমবায় দপ্তরের অধীনে ৯৭টি শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে। এই শূন্যপদগুলির মধ্যে রয়েছে অডিটর, ইনভেস্টিগেটর, স্টেটিসটিক্যাল ইনভেস্টিগেটর। স্থির বেতনের ভিত্তিতে গ্রুপ-সি ভুক্ত পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে জে.আর.বি.টি.-র মাধ্যমে। তিনি জানান, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে ২৮টি আই.সি.ডি.এস. সুপারভাইজর পদে লোক নিয়োগ করা হবে। টি.পি.এস.সি.-র মাধ্যমে এই নিয়োগ করা হবে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ১৪টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পদগুলি পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ১৪টি পদের মধ্যে রয়েছে- সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ার। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্তর্গত ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটে চুক্তির ভিত্তিতে ৮টি পদে ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং সাপোর্টিং স্টাফ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গতকাল মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আরও ১১৯টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নতুনভাবে খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নতুন ১১৯টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১১৯ জন অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার এবং ১১৯ জন অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার পদ সৃষ্টি করে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ত্রিপুরা মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ২২টি নাইট গার্ড (গ্রুপ-ডি) পদে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী জানান, বিভিন্ন দপ্তরে ৪০৭ জন বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ রাজ্য সরকারের জনদরদি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও জানান, শূন্যপদে লোক নিয়োগের পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গতকাল মন্ত্রিসভায় গৃহিত হয়েছে। তিনি জানান, টি.আই.টি.-কে ত্রিপুরা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগরতলা মহিলা কলেজকে রাজ্য সরকারি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গতকালের বৈঠকে সাংবাদিকদের অতিরিক্ত সুবিধা বিবেচনায় ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন স্কিমের সংশোধন করা হয়েছে।

*****